ইসরায়েলি যোগসাজশের অভিযোগে ইরানে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর



সংগৃহীত ছবি

ইরানে ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জন আরব বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং একজন কুর্দি। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দাবি, এসব রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অন্যায্য বিচার প্রক্রিয়ার ফল।

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুজেস্তান প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও এক ধর্মগুরুকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত সাতজন বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে তেহরান প্রশাসন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ছয়জনই জাতিগত আরব বিচ্ছিন্নতাবাদী। তাদের বিরুদ্ধে খোররাম শহরে সশস্ত্র হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যেখানে চারজন নিরাপত্তা সদস্য নিহত হন।

সপ্তম দণ্ডপ্রাপ্ত, সামান মোহাম্মাদি খিয়ারে, একজন কুর্দি নাগরিক। তিনি ২০০৯ সালে সানানদাজ শহরে সরকারপন্থী সুন্নি ধর্মগুরু মামুস্তা শেখ আল ইসলামকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

LENS ASIA

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সাতজনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ইরান প্রায়ই জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে অভ্যন্তরীণ বিরোধকে দমন করে থাকে।

অ্যাকটিভিস্টদের দাবি, সামান মোহাম্মাদির মামলাটি বিশেষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। হত্যার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বা ১৬ বছর, এবং ১৯ বছর বয়সে গ্রেফতার হয়ে এক দশকেরও বেশি সময় আটক থাকার পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। তার স্বীকারোক্তি নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে, যা ইরানের বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের মানবাধিকার উদ্বেগকে পুনরায় সামনে এনেছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ইরান এক হাজারেরও বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে — যা গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।